



## 35914 - বালা-মুসবিত আসার গুট রহস্য

### প্রশ্ন

আমি অনেকে শুনছি যে, মানুষের উপর বালা-মুসবিত নামার পছন্দে কিছু মহান হকেমত রয়েছে। এ হকেমতগুলো কী কী?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

হ্যাঁ; বান্দাকে পরীক্ষা করার পছন্দে কিছু মহান রহস্য রয়েছে; যমেন:

১। বশ্বিজাহানে প্রতাপিলক আল্লাহর দাসত্ব বাস্তবায়ন:

অনেকে মানুষ তার কুপ্রবৃত্তির দাস; আল্লাহর দাস নয়। সবে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয় যে, সবে আল্লাহর দাস। কিন্তু যখন কোন পরীক্ষার মুখোমুখি হয় তখন সবে বপিরীত দিকে ধাবতি হয়, দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টার লোকসান দেয়। এটা হচ্ছে সুস্পষ্ট লোকসান। আল্লাহ তাআলা বলেন: “মানুষের মাঝে কটে কটে আল্লাহর ইবাদত করে দ্বিধাদ্বন্দ্বের সাথে। তার কোন মঞ্জুল হলে এতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয়। আর কোন বপিরয় ঘটলে সবে বপিরীত মুখে ধাবতি হয় (অর্থাৎ কুফরের দিকে ফিরে যায়), দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টার লোকসান দেয়। অবশ্যই এটা সুস্পষ্ট লোকসান।”[সূরা হাজ্জ, আয়াত: ১১]

২। মুমনিদেরকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দেয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয় পরীক্ষার মাধ্যমে:

ইমাম শাফয়েকি জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল: কোনটি উত্তম: ধরৈষ, পরীক্ষা নাকি ক্ষমতায়ন। তিনি বলেন: ক্ষমতায়ন নবীদের স্তর। পরীক্ষা করা ছাড়া ক্ষমতায়ন করা হয় না। যখন পরীক্ষা করা হয় তখন ধরৈষ ধারণ করেন। ধরৈষ ধারণ করলে ক্ষমতা দেয়া হয়।

৩। গুনাহ মোচন:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “মুমনি নর-নারীর জীবন, সন্তান ও সম্পদের উপর পরীক্ষা চলতে থাকে। এক পর্যায়ে সবে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করে যে, তার কোন গুনাহ থাকে না।”[সুনানে তিরমিযি (২৩৯৯)]

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যদি আল্লাহ কোন বান্দার



ভাল চান দুনিয়াতে অগ্রমি তাকে শাস্তি দিয়ে দেন। আর যদি বান্দার অকল্যাণ চান বান্দার পাপটাকৈ ধরে রাখেনে যাতৈ করে কয়ামতরে দনি পূর্ণভাবে এর শাস্তি দিতে পারনে।”[সুনানে তরিমযি (২৩৯৬), আলবানী ‘সলিসলি সহহি’ গ্রন্থে (১২২০) হাদিসটিকৈ সহহি বলছেন]

৪। সওয়াব অর্জন ও মর্যাদা বৃদ্ধি:

আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “কোন মুমনি যদি একটি কাঁটা দ্বারা কথিবা এর চয়ে বশে কছি দ্বারা আক্রান্ত হয় এর মাধ্যমে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেনে কথিবা তার একটি গুনাহ হ্রাস করেনে।”[সহহি মুসলমি (২৫৭২)]

৫। মুসবিতরে শকার হওয়া নজিরে দোষত্রুটি নিয়ে ও অতীত জীবনরে ভুলভ্রান্তি নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ তরৈ করে দেয়:

কনেনা এটি যদি শাস্তি হয় তাহলে ভুল কথায়?

৬। বালা-মুসবিত তাওহীদ, ঈমান ও তাওয়াক্কুলরে অন্যতম একটি শিক্ষা:

বালা-মুসবিত বাস্তবে আপনার নজিরে স্বরূপ আপনার কাছৈ তুলে ধরে যাতৈ করে আপনি জানতে পারনে যে, আপনি একজন দুর্বল দাস, আপনার রব ছাড়া আপনার কোন ক্ষমতা নহৈ শক্তি নহৈ। তখন আপনি তাঁর উপর পরপূর্ণভাবে নরিভর (তাওয়াক্কুল) করবেন। পরপূর্ণভাবে তাঁর কাছৈ আশ্রয় নবিনে; আর তখনি গটৌরব, অহমকি, অহংকার, আত্মপ্ৰীতি, প্রবঞ্চেচনা ও গাফলতির পতন হবে। আপনি বুঝতে পারবেন যে, আপনি এমন এক অসহায় ব্যক্তি যৈ তার মনবিরে শরণাপন্নরে মুখাপকেষী, এমন এক দুর্বল ব্যক্তি যৈ মহাশক্তির ও পরাক্রমশালীর আশ্রয়রে কাঙ্গাল।

ইবনুল কাইয়যমে (রহঃ) বলেন:

“যদি না আল্লাহ বান্দাকৈ বপিদমুসবিতরে ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা না করতনে তাহলে তারা সীমালঙ্ঘন করত, অবাধ্য হত ও ধুষ্টতা দেখত। আল্লাহ যদি কোন বান্দার কল্যাণ চান তার অবস্থা অনুপাতে তাকে পরীক্ষার ঔষধ সবেন করান। এর মাধ্যমে তিনি তাকে ধ্বংসাত্মক রোগ-বালাই থেকে মুক্ত করেন। এক পরযায়ৈ তিনি তাকে পরশিোধতি, নরিমল ও পরশিুদ্ধ করেনে: দুনিয়ার সর্ববোচ্চ মর্যাদা ও আখিরাতরে সর্ববোচ্চ সওয়াব দেয়ার জন্য তাকে প্রস্তুত করেনে। সেই মর্যাদা হচ্ছৈ তাঁর দাসত্ব এবং সেই সওয়াব হচ্ছৈ তাঁর দর্শন ও তাঁর নকৈট্য।”[যাদুল মাআদ (৪/১৯৫) থেকে সমাপ্ত]

৭। পরীক্ষা মানুষরে অন্তর থেকে আত্মপ্ৰীতিকৈ দূর করে, আত্মগুলোকৈ আল্লাহর নকিটবর্তী করে:

ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন: গ্রন্থাকাররে উদ্ধৃতি “এবং হুনায়নরে যুদ্ধরে দনি যখন তমোদরেকৈ অভভিত্ত করছেলি তমোদরে সংখ্যাধিক্য হওয়া।”[সূরা তাওবা, আয়াত: ২৫] ইউনুস বনি বুকাইর ‘যয়াদাতুল মাগাজি’ গ্রন্থে রাবতি বনি আনাস বর্ণনা করেনে



যে তিনি বলেন: হুনায়েনরে দিনি এক লোক বলল: আজ আমরা সংখ্যা স্বল্প হওয়ার কারণে পরাজতি হব না। এ কথাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কঠনি মনে হল। ফলাফল হল পরাজয়..”।

ইবনুল কাইয়্যমে যাদুল মাআদ গ্রন্থে (৩/৪৭৭) বলেন:

“আল্লাহ তাআলার হকেমতরে দাবী ছিলি মুসলমানদের সংখ্যা ও রসদরে আধিক্য এবং শক্তরি দাপট থাকা সত্বেও প্রথমতে তাদেরকে পরাজয়ের তকিততা আস্বাদন করানো; যাতে করে এমন কিছু মাথাকে নত করে দতিে পারনে যারা বজিয়ে সুখে মাথা উঁচু করে আছে। যে মাথাগুলো আল্লাহর শহর ও তাঁর হারামে সেইভাবে প্রবশে করনে যাইভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবশে করছেন— ঘোড়ার পঠিে মাথা নীচু করে; এমনকি তাঁর থুতনি ঘোড়ার লাঘাম স্পর্শ করার উপক্রম হয়েছিলি; তার রবরে প্রতি বনিয় প্রকাশার্থে এবং তাঁর মহত্বরে প্রতিনিত হয়ে, তাঁর কর্তৃত্বরে প্রতিনিতি হয়ে।”[সমাপ্ত]

আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর যাতে আল্লাহ মুমনিদেরকে পরশিোধন করতে পারনে এবং কাফরেদেরকে নশ্চিহ্ন করতে পারনে।”[সূরা আলে ইমরান, আয়াত:১৪১]

অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে গুনাহ থেকে, অন্তররে রোগগুলো থেকে মুক্ত ও পরশুদ্ধ করতে পারনে। অনুরূপভাবে তিনি তাদেরকে মুনাফকদের থেকে মুক্ত করছেন ও বাছাই করে নিয়েছেন ফলে মুমনিরা তাদের থেকে আলাদা হয়ে যায়...। এরপর অন্য একটি হকেমতরে কথা উল্লেখ করনে। সটো হল কাফরেদেরকে ধ্বংস করা। কেননা তারা আধিপিত্য লাভ করতে পারলে সীমালঙ্ঘন করে ও অহংকার করে। তখন এটা হয় তাদের ধ্বংস ও বলীন হওয়ার কারণ। কারণ আল্লাহর চরীয়ত নিয়ম হচ্ছে তিনি তাঁর শত্রুদেরকে ধ্বংস করতে চাইলে ও নশ্চিহ্ন করতে চাইলে তিনি তাদের জন্য কারণ সৃষ্টি করনে। যে কারণগুলোর মাধ্যমে তারা তাদের ধ্বংস ও নশ্চিহ্ন হওয়াকে টেনে আনে। এ কারণগুলোর মধ্যে কুফরীর পর সবচেয়ে জঘন্য কারণ হচ্ছে আল্লাহর মতিরদেরকে কষ্ট দয়ো, তাদেরকে প্রতিহিত করা, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ও আধিপিত্য বিস্তার করার ক্ষত্রে সীমালঙ্ঘন করা, বাড়াবাড়া করা...। যারা উহুদরে দিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে লড়াই ও কুফররে উপর বহাল ছিলি আল্লাহ তাদের সবাইকে নশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন।”[সমাপ্ত]

৮। মানুষরে স্বরূপ ও বশেষিট্য প্রকাশ করে দেওয়া। এমন কিছু মানুষ আছে যাদের মর্যাদা কেবেল বিপদমুসবিতরে সময়ই জানা যায়:

ফুয়াইল বনি ইয়ায বলেন: “যতক্ষণ মানুষ নরিপদে থাকে আড়াল হয়ে থাকে। কনিতু যখনই তাদের উপর কোনে বালা-মুসবিত নেমে আসে তখনই তারা তাদের স্বরূপে ফরিে আসে। তখন ঈমানদার তার ঈমানরে দকিে ফরিে আসে এবং মুনাফকি তার নফিকারে দকিে ফরিে আসে।”



আবু সালামা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: অনেকে মানুষ ফতিনার শিকার হয়েছে (অর্থাৎ মরীজের ঘটনার পরে)। কিছু মানুষ আবু বকর (রাঃ) এর কাছে এসে ঘটনা উল্লেখ করল। তখন তিনি বললেন: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি সত্যবাদী। তারা বলল: আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, তিনি এক রাত শামে গিয়ে সেখান থেকে আবার মক্কায় ফিরে এসেছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ। আমি তো এর চয়ে দুঃস্বপ্ন বধিয়ে তাঁকে বিশ্বাস করি। আমি আসমানের সংবাদে ব্যাপারে তাঁকে বিশ্বাস করি। তিনি বলেন: এ কারণে তাঁকে সদ্দিকি (বিশ্বাসী) উপাধি দেয়া হয়।”

৯। পরীক্ষা সুপুরুষ গড়ে তোলে ও তাদেরকে প্রস্তুত করে:

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর জন্য কঠিন জীবন নির্বাচন করছেন; যে জীবনে মাঝে রয়েছে নানারকম চ্যালেঞ্জ; ছোটকাল থেকে। যাতনে করে তাঁকে মহান দায়িত্বের জন্য তাঁকে প্রস্তুত করতে পারেন যে দায়িত্ব তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। যে দায়িত্ব পালনে মহাপুরুষরা ছাড়া ধৈর্য রাখার ক্ষমতা কারো নাই। কঠিন পরিস্থিতি যাদেরকে কাঁপিয়ে তুলছে কিন্তু তারা খামোশ ছিলেন এবং বপিদমুসবিত দিয়ে যাদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছে কিন্তু তারা ধৈর্য রাখতে পেরেছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াতীম হিসেবে বেড়ে উঠেছেন। কিছু দিন যতে না যতে তাঁর মাও মারা যান। আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সেই স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন: “তিনি কি আপনাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছিলেন।” যনে আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছোটবেলা থেকেই দায়িত্ব বহন করা ও কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত করছিলেন।

১০। বালা-মুসবিতরে হকেমতরে মধ্যরে রয়েছে যে, মানুষ প্রকৃত বন্ধু ও সুবধিভোগী বন্ধুদের চিনে নতি পাবে:

যমেনটি কবি বলছেন:

আল্লাহ বপিদমুসবিতকে উত্তম প্রতদিন দিন যদিও সেই বপিদগুলো আমার গলায় লালাকে আটকে দেয়।

আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যহেতে তার মাধ্যমে আমি শত্রু থেকে বন্ধুকে চিনতে পেরেছি।

১১। পরীক্ষা আপনাকে আপনার পাপগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দবে যাত আপনিতওবা করতে পারেন:

আল্লাহ তাআলা বলেন: “এবং যা কিছু অকল্যাণ আপনাকে আক্রান্ত করে তা আপনার নিজের পক্ষ থেকেই” [সূরা নসি, আয়াত: ৭৯] তিনি আরও বলেন: “আর তোমাদের যে বপিদ-আপদ ঘটে তা তোমাদের হাত যা অর্জন করেছে তার কারণে এবং অনেকে অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন।” [সূরা নসি, আয়াত: ৩০]।

অতএব, বালা মুসবিত কয়ামতরে দিন মহাশাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার আগে তাওবা করার জন্য একটা সুযোগ তৈরি করে দেয়।

নশিচয় আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর অবশ্যই আমরা তাদেরকে মহা শাস্তির পূর্বে কিছু লঘু শাস্তি আস্বাদন করার যাত



তারা ফরিয়ে আসে।”[সূরা আস্-সাজদাত আয়াত: ২১]

লঘু শাস্তি হ'ল— দুনিয়ার দুর্দশা, দুর্গতি এবং মানুষ যত মন্দ ও অনিষ্ট দ্বারা আক্রান্ত হয় সেগুলো।

যদি কারো জীবন আনন্দে কাটতে থাকে এটি মানুষকে প্রবঞ্চিত করে, অহংকারে পরিত্যক্ত করে। মানুষ নিজেকে আল্লাহ থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে গেছে ভাবতে থাকে। তখন আল্লাহ তাআলা রহমতস্বরূপ বান্দাকে পরীক্ষায় ফেলেন যত্ন করে বান্দা ফরিয়ে আসে।

১২। বালা-মুসবিত আপনার সামনে দুনিয়ার স্বরূপ ও চাকচিক্যকে উন্মোচন করে দিবে এবং জানাবে যে, দুনিয়া হচ্ছে প্রবঞ্চনামূলক ভোগ্যসামগ্রী:

পরিশুদ্ধ সুস্থ জীবন হচ্ছে এই দুনিয়ার পরবর্তী জীবন। যে জীবনে কোন রোগে নাই। কোন কষ্ট-ক্লেশে নাই। “আর নিশ্চয় আখরোতের জীবনই তো প্রকৃত জীবন; যদি তারা জনত।”[সূরা আনকাবুত, আয়াত: ৬৪] এই দুনিয়া হচ্ছে দুর্দশা, ক্লান্তি ও দুঃশ্চিন্তায় ভরপুর। “নিঃসন্দেহে আমরা মানুষকে সৃষ্টি করছি কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে।”[সূরা বালাদ, আয়াত: ৪]

১৩। বালা-মুসবিত আপনার উপর আল্লাহর দয়োগ্রস্ততা ও নরিপত্তার নয়োমতকে স্মরণ করিয়ে দেয়:

এই মুসবিত আপনার সামনে চূড়ান্ত অলংকারপূর্ণ ভাষায় সুস্থতা ও নরিপত্তার ভাব তুলে ধরবে। অনেকে বছর আপনি যে নয়োমতদ্বয় ভোগ করে আসছিলেন। কিন্তু আপনি এ নয়োমতদ্বয়ের মিস্টিতা চখে দেখেননি, এ দুটো নয়োমতকে যথাযথ মর্যাদা দেননি।

বপিদমুসবিত আপনাকে নয়োমতদাতা ও নয়োমতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে। যার ফলে এটি আল্লাহর নয়োমতেরে শুরুরিয়া আদায় করা ও তাঁর প্রশংসা করার কারণ হবে।

১৪। জান্নাতেরে প্রতি আসক্তি:

আপনি তিতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতেরে প্রতি আসক্তি অনুভব করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি দুনিয়ার তিক্শতা না চখেনে। সুতরাং আপনি দুনিয়াতে সুখী হলে কভিবে জান্নাতেরে প্রতি আসক্তি অনুভব করবেন?

বালা-মুসবিতেরে কচ্ছি গুট রহস্য ও এর ফলে যে কল্যাণগুলো সাধিত হয় সেগুলোর কয়িদাংশ উল্লেখ করা হল। আল্লাহর হকেমত ও গুট রহস্য আরও মহান ও মর্যাদাপূর্ণ।

আল্লাহই সর্বজ্ঞে।